শ্রীরামপুর:বিস্মৃত এক শহরের উপাখ্যান

অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতের ইতিহাসের পাতাগুলিতে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় তৎকালীন শাসকদের সমগ্র ভারতের মধ্যে বাংলাকে অধিগ্রহণ করার ইচ্ছা ও প্রচেষ্টা দুইই প্রবল । কারণ সেই সময় বাংলা কৃষি ও শিল্পের প্রধান পীঠস্থান ছিল। তবে হুগলি নদীর তীরে অবস্থিত শ্রীরামপুর শহরের বিকাশের কাহিনীটা বাংলার ইতিহাসকে বিশেষভাবে উজ্জ্বল করে তোলে। চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে শ্রীরামপুর শহর, বিশ্ববাণিজ্যের উল্লেখ্য কেন্দ্র ছিল। তুলো, তৈলবীজ,চিনি অবং মশলা রপ্তানি করা হত এশিয়া এবং ইউরাপীর বিভিন্ন দেশগুলিতে। ১৭৫৫ সালে ডেনিশ এশিয়টিক কোম্পানি শ্রীরামপুরে তাদের উপনিবেশ গড়ে তোলেন যার প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল বানিজ্য। সেই সময় ডেনিশদের এই বাণিজ্য নগরটি ডেনমার্কের রাজা ফ্রেডরিকের নামানুসারে ফ্রেডরিক্সানাগর নামে পরিচিত ছিল, যা পরবর্তীতে শ্রীরামপুর নামে পরিচিতি লাভ করে।

১৭৭৭ সালে শ্রীরামপুরের প্রশাসন ড্যানিশ এশিয়াটিক কোম্পানি থেকে ড্যানিশ ক্রাউনে হস্তান্তর করা হয়। বিশেষ করে ওলেবাই (১৭৭৬-১৮০৫) এর প্রশাসনের অধীনে শহরটি বিশেষ উন্নতি লাভ করে। শ্রীরামপুরের ভারতীয় বণিকরা,ড্যানিশ ও অন্যান্য ইউরোপীয় বনিকদের সাথে বানিজ্য করতেন এবং প্রয়োজনে তাদের অর্থ দিয়ে সাহায্য করতেন। এই ভাবেই ড্যানিশসহ অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকরা বাংলায় তাদের ভাগ্য গড়ে তেলেন। ক্রমে ভারতে ব্রিটিশ আধিপত্যের সূত্রপাত হলে অন্যান্য ইউরোপীয় শক্তিদের সাথে ড্যানিশরাও বিরোধিতা করে, শেষাবধি ১৮৪৫ সালে এই শ্রীরামপুর ব্রিটিশদের কাছে বিক্রি করে দেয়, অবসান ঘটে বাংলার ইতিহাসের এক অনন্য অধ্যায়ের।ড্যানিশদের অস্তিত্ব এখানে ক্ষণস্থায়ী হলেও তাদের স্থাপত্যশৈলী ও ইতিহাসের যা কিছু নিদর্শন শ্রীরামপুরে আছে সেগুলি জানার উদ্দেশ্যে আমরা সবাই মিলে ২১শে আগস্ট শ্রীরামপুর যাই।

শ্রীরামপুরের ইতিহাসে সবথেকে উল্লেখ্য মানুষদের মধ্যে অন্যতম হল শ্রীরামপুর ত্রয়ী। ড্যানিশ ব্যাপটিস্ট মিশনারী সোসাইটির প্রতিনিধিরূপে সুদক্ষ ধর্ম প্রচারক রেভারেন্ড উইলিয়াম কেরি ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে ভারতে আসেন। ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে উইলিয়াম ওয়ার্ড ও জোশুয়া মার্শম্যান এদেশে আসার পর তারা তিনজন একত্রে বাংলায় কাজ শুরু করেন,যাতে ব্রিটিশরা অনুমতি না দেওয়ায় তারা শ্রীরামপুরে আসেন। উইলিয়াম কেরি ছিলেন একজন প্রখ্যাত ধর্মপ্রচারক, ওয়ার্ড ছিলেন মুদ্রণ পারদর্শী ও মার্শম্যান ছিলেন একজন সুদক্ষ শিক্ষক।এদেশের শিক্ষাবিন্যাস, শিক্ষাপ্রচার ও প্রসারে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন যার জন্য এদের 'শ্রীরামপুর এয়ী' বলা হয়।।

শ্রীরামপুর ত্রয়ীর স্মৃতি-বিজড়িত বহু নিদর্শনের সাথে আমরা অন্যান্য বহু ঐতিহাসিক স্থাপত্য নিদর্শনেরও সাক্ষাৎ পাই, তাই যথাসাধ্য এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করছি:

DANISH GOVERNMENT HOUSE:

ডেনিশ গভর্নর হাউসটি হুগলি জেলার শ্রীরামপুরে বাংলায় ডেনিশ বসতির সর্বশেষ প্রমাণগুলির অন্যতম। ডেনিশ ইস্ট ইন্ডিয়ান কোম্পানি ভারতে আসে 18 শতকের মাঝামাঝি, পরে তারা শ্রীরামপুর, আলমা এবং পেরাপুর মহল অঞ্চলগুলি অধিগ্রহণ করে। ডেনিশ গভর্নর হাউসটি 18 শতকের গোড়ার দিকে শ্রীরামপুর শহরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। গভর্নমেন্ট হাউসের ঠিক সামনেই রয়েছে বিশাল মাঠ এবং এর পিছনে গ্র্যান্ড পোর্টিকো সহ পুনরুদ্ধার করা ভবনটি অবস্থিত। পোর্টিকোতে চারটি কলাম রয়েছে। পোর্টিকো তিনটি দরজার দিকে নিয়ে যায়, দুই পাশে তিনটি করে জানালা। কমপ্লেক্সের সামনের অংশটি একতলা এবং বাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে একটি উপরের তলা রয়েছে। বছরের পর বছর ধরে বিল্ডিংটি ধ্বংস হতে থাকে, অবশেষে 2006 সালে এই ভবনটিকে হেরিটেজ ঘোষণা করা হয় এবং 2008 সালে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য হেরিটেজ কমিশনের অর্থায়নে পুনরুদ্ধার শুরু হয়। বর্তমানে বাড়িটি শ্রীরামপুর আদালতের ভবন হিসেবে কাজ করে।

Serampur John nagar Baptist Church:

ভারতে ১৭৬৪-এ বক্সারের যুদ্ধের পর বাংলা,বিহারের অঞ্চল দখল করা নিয়ে ড্যানিশ ব্যাপ্টিস্ট মিশনারিরা সাধারণ মানুষের সেবার্থে গির্জা ও চ্যাপেল তৈরী করে। এভাবেই ১৮২২ এর দিকে এদের হাত ধরে পত্তন হয় শ্রীরামপুর গ্রামের। গঙ্গার পাড়ে তৈরী হয় এক ব্যাপ্টিস্ট চার্চ। উইলিয়াম কেরী, জোসুয়া মার্শম্যান ও উইলিয়াম ওয়ার্ড যারা একত্রে বিখ্যাত শ্রীরামপুর ত্রয়ী বলে খ্যাত,এরা সবাই এই ব্যাপ্টিস্ট চার্চে থাকতেন। এরা অধিকাংশ সময়ই এখানে ব্যাপ্টিস্ট মিশনারিদের সাহায্য করতেন।

এই গির্জার বাড়ির বড় হলটি হল প্রার্থনার জায়গা। এই "ত্রয়ী"রা নানা ভারতীয় ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করে যাতে মানুষ খ্রিস্টান ধর্ম বুঝতে পারে। কেরী এই গির্জার একটি অংশ আলাদা করেন ছাপার জন্য। চার্চটি শিক্ষা এবং মানুষকে সহায়তায় ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদান রেখেছে। বর্তমানে এই চার্চটি Diocese of Calcutta (CNI) সংস্থানের অন্তর্গত। প্রতি রবিবার বিকেলে এখানে উপাসনা হয়।

SERAMPORE ST.OLAV’S CHURCH:

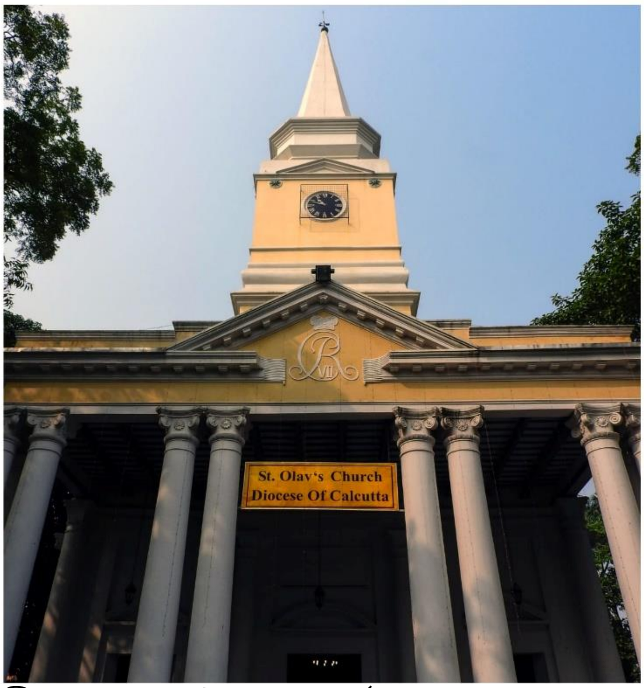

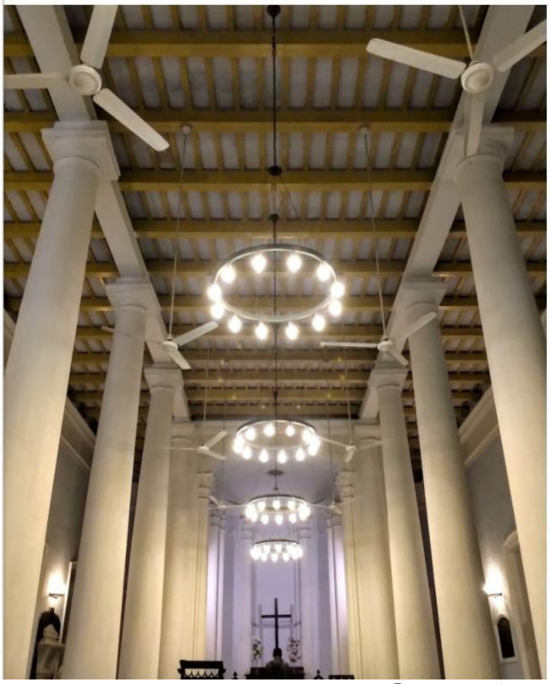

শ্রীরামপুরের সেন্ট ওলাভস চার্চ নরওয়ের সন্ত ওলাভের নামানুসারে যার নামকরণ হয়েছিল। আঠারো শতকের মাঝামাঝি থেকে দীর্ঘ নব্বই বছর (১৭৫৫-১৮৪৫খ্রি.) দিনেমারদের শাসনাধীনে ফ্রেডরিকনগর হিসেবেই শ্রীরামপুর পরিচিত ছিল। তাঁদের ব্যবসায়িক প্রতিপত্তির সঙ্গেই গঙ্গার পশ্চিমকূলবর্তী এলাকাটির বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, সরাইখানা, পয়ঃপ্রণালী, সীমানির্দেশক খাত, ছোটোখাটো সেতু ইত্যাদি নির্মাণের পাশাপাশি জাঁকালো ধর্মগৃহ স্থাপনের ভাবনাও স্বাভাবিকভাবেই এসেছিল তৎকালীন শাসনকর্তা লেফটেন্যান্ট ওলা বি-র মনে। সেইমতো ১৮০০ সালে শুরুও হয় তাঁদের চার্চের নির্মাণ। কিন্তু ১৮০৫ সালে চার্চের নির্মাণ সম্পূর্ণ হওয়ার বছর খানেক আগেই তিনি দেহ রাখেন। তাঁর পরবর্তী গভর্নরের দায়িত্ব নিয়ে ফ্রেডরিকনগরে আসেন ক্যাপ্টেন ক্রাফটিং। এই ক্রাফটিঙের তত্ত্বাবধানেই ১৮০৬ সালে গির্জাটির নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়। নরওয়ের বিখ্যাত সেন্ট ওলাভের নামানুসারে গির্জার নামকরণ করা হয় 'সেন্ট ওলাভ চার্চ'।

বয়সের ভারে জীর্ণ হয়ে পড়লে ২০১৩ সালে এই গির্জাটিকে শেষ অবধি বন্ধ করে দেওয়া হয়। এরপর ন্যাশনাল মিউজিয়াম অফ ডেনমার্কের আর্থিক সহযোগিতায় এই গির্জাটির জীর্ণোদ্ধার করা হয়। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারক স্থাপত্য সমূহের সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্য উল্লেখযোগ্য অবদান রাখায় ইউনেস্কোর তরফ থেকে ২০১৬ সালে 'ইউনেস্কো এশিয়া প্যাসিফিক পুরস্কার'পায় এই সেন্ট ওলাভ চার্চ। বর্তমানে এই গির্জাটি বিশপ অফ কলকাতার অধনস্ত। দিনেমাররা আজ আর শ্রীরামপুরের না থাকলেও তাঁদের তৈরি গির্জা আজও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে হুগলি নদীর কূলে এই শহরে। পঁচিশে ডিসেম্বরের উৎসবে রঙিন আলোয় সেজে উঠবে ২১৫ বছরেরও বেশি পুরোনো এই স্থাপত্য।

Carey museum and library

নরওয়ে এবং ডেনমার্ক রিসার্চ সেন্টারের বড় অনুদানের সাহায্যে, 1993 সালে শ্রীরামপুর কলেজ ক্যাম্পাসে একটি নতুন ভবন নির্মাণ করা হয়। মিউজিয়াম এবং আর্কাইভ হাউসে মিশনারিদের বিভিন্ন ব্যক্তিগত জিনিসপত্র রয়েছে। 1801 সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে অধ্যাপক হিসেবে কেরির নিয়োগের মাধ্যমে পাঠ্যপুস্তক, অভিধান এবং ব্যাকরণের প্রকাশনা উত্সাহিত হয়েছিল। এখানে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচারের জন্য বহু দুর্লভ বই, রেকর্ড, দলিল, মানচিত্র, পুস্তিকা, ম্যাগাজিন, পাণ্ডুলিপি এবং অন্যান্য আকর্ষণীয় জিনিস সংগ্রহীত আছে। এখানে আর বাকি উল্লেখ্য নিদর্শনের মধ্যে আছে ক্যারিসাহেবের ব্যবহৃত ঘড়ি,ডাকবাক্স, ডেস্ক, ঔষধের বাক্স প্রভৃতি। এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বস্তুটি হলো এখানে রাখা ১৮২৬ সালের রয়েল চার্টার যার দ্বারা তৎকালীন ডেনমার্কের রাজা ষষ্ঠ ফ্রেডেরিক কতৃক শ্রীরামপুরে কলেজ প্রতিষ্ঠার কথা মঞ্জুর করা হয়। এখানে প্রথম বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত হালহেডের বাংলা গ্রামের বইটির প্রথম সংস্করণের কিছু নিদর্শন আছে। তাছাড়াও এখানে শ্রীরামপুর প্রেসের দ্বারা ভারতের নানা ভাষায় অনূদিত রামায়ন ও মহাভারতের কিছু পৃষ্ঠা সংরক্ষিত করা আছে।

CAREY CEMETERY:

১৭৫৭ সালে স্বাধীন ভারতের শেষ সূর্য অস্ত গেছে এবং এর বছর চারেক পর ১৭৬১ তে ইংল্যান্ডে জন্মান উইলিয়াম কেরি পরবর্তীতে যার হাত ধরে গড়ে উঠবে ভারতে প্রথম ছাপাখান। শুধু ছাপাখানাই তৈরি নয়, শ্রীরামপুর কলেজ তৈরিতেও তিনি সাহায্য করেছিলেন,সাথে তিনি এক সমাজ সংস্কারক, ধর্মপ্রচারক এবং নৃতত্ত্ববিদ ছিলেন। তিনি তার জীবনের অধিকাংশ ভারতেই অতিবাহিত করেন এবং ১৮৩৪ সালে শ্রীরামপুরের মাটিতেই চিরনিদ্রায় মগ্ন হন তিনি তার জীবদ্দশায় তার পুত্রের সমাধি একই স্থানে দেন কেরির সমাধিস্থল বর্তমানে শ্রীরামপুর কলেজ কর্তৃপক্ষ রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং এই ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ সমাধিস্থল পরিদর্শন করতে হলে শ্রীরামপুর কলেজ কর্তৃপক্ষের থেকে অনুমতি নিতে হবে।

SERAMPORE GOSWAMI RAJBARI:

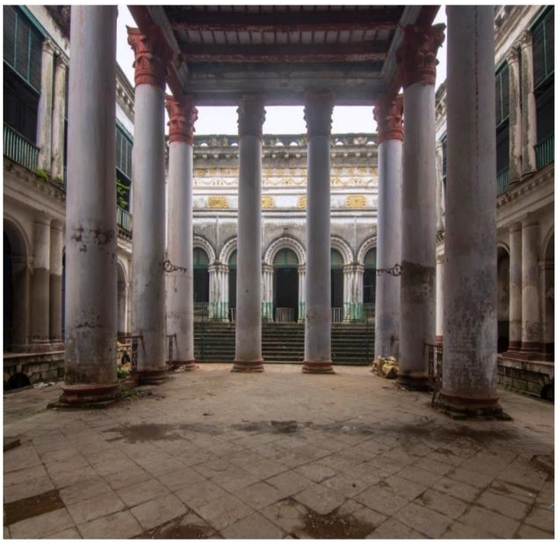

১৭৫৫ থেকে ১৮৪৫ সাল পর্যন্ত দিনেমাররা শ্রীরামপুরে ছিল। তারপর শ্রীরামপুর চলে যায় ব্রিটিশদের হাতে। পরবর্তীকালে এই শহরের উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে শুরু করে শ্রীরামপুরে বসবাসকারী কিছু প্রাচীন জমিদার পরিবার। যেমন ছিল গোস্বামী পরিবার। ১৮৪০ সালের কথা, আলীবর্দী খাঁ ছিলেন বাংলার মসনদে।ড্যানিশরা শ্রীরামপুর অঞ্চলে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করার ব্যাপারে আগ্রহ দেখায়। এই সময় বর্ধমানের পাটুলিতে বাস করতেন বিশেষ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত শ্রী লক্ষ্মণ চক্রবর্তী। নদীয়ার শান্তিপুরের গোস্বামী বংশের পন্ডিত ভীম তর্কপঞ্চাননের কন্যার সঙ্গে বিবাহ হয় লক্ষ্মণ চক্রবর্তীর। পরবর্তীকালে লক্ষ্মণ চক্রবর্তীর পুত্র রামগোবিন্দ তাঁর মাতামহের কাছে থাকতে শুরু করেন এবং 'গোস্বামী' পদবী গ্রহণ করেছিলেন। কথিত আছে একবার নাকি রাম গোবিন্দ গোস্বামী তাঁর গর্ভবতী স্ত্রীকে নিয়ে নৌকো করে শান্তিপুর থেকে কলকাতার দিকে যাচ্ছিলেন। নৌকো শ্রীরামপুরের কাছে এলে রামগোবিন্দর স্ত্রীর হঠাৎ করেই প্রসববেদনা উপস্থিত হয়, ফলে নদীর তীরেই পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। এই সময়ে শ্রীরামপুর ছিল শেওড়াফুলির রাজার অধীনে।

তার কাছে যখন এই খবর পৌঁছালে , তৎকালীন রাজা মনোহর রায় ওই অঞ্চলের সম্পত্তি রামগোবিন্দকে দান করতে চান। কিন্তু রামগোবিন্দ গোস্বামী তা অস্বীকার করলে তখন একটা কড়ির বিনিময়ে সেই সম্পত্তি শেওড়াফুলির রাজার থেকে কিনে নেন। রামগোবিন্দ গোস্বামীর দুই পুত্র ছিল। রামগোপাল এবং রাধাকান্ত। এঁদের পুত্ররা মূলত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিভিন্ন অঞ্চলের দেওয়ান ছিলেন। ভারত থেকে যে বিপুল পরিমাণ পণ্য সামগ্রী ইংল্যান্ডের রপ্তানি হতো একসময়, তাঁর কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন রাম গোবিন্দ গোস্বামীর পৌত্ররা।রাধাকান্ত গোস্বামীর ছোট ছেলে হরিনারায়ণের সন্তান ছিলেন রঘুরাম। অর্থ, প্রতিপত্তি এবং দক্ষতার ক্ষেত্রে বিশেষ সম্মান অর্জন করেছিলেন। তিনি কলকাতার বিখ্যাত জন পামার কোম্পানির অধীনে মুৎসুদ্দির কাজ করে বিপুল অর্থ উপার্জন করেছিলেন।

১৮৪৫ সালে ড্যানিশ সরকার শ্রীরামপুরের উপনিবেশ বিক্রি করে দিতে চাইলে রঘুরাম গোস্বামী বারো লক্ষ টাকার বিনিময়ে তা কিনে নিতে চেয়েছিলেন। যদিও শেষ পর্যন্ত তিনি বিফল হন। তিনিই

তাঁদের পৈত্রিক বাড়ির কাছে নিজস্ব একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন ১৮১৫-১৮২০ মধ্যে। রঘুরাম গোস্বামীর নাতি কিশোরীলাল জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮৫৬ সালে। পরবর্তীকালে কিশোরীলাল 'রায় বাহাদুর' উপাধি পেয়েছিলেন। বাঙ্গালা গভর্নরের শাসন পরিষদের সদস্য হয়ে তিনি 'রাজা' উপাধি লাভ করেছিলেন। তিনি বাঙ্গালা শাসন-পরিষদের প্রথম ভারতীয় সদস্য। এই প্রাসাদেই বসবাস করতেন কিশোরীলাল গোস্বামী যা শ্রীরামপুর রাজবাড়ী নামে খ্যাত হয়েছিল।

এই রাজবাড়ী তৈরী সম্পূর্ণ হলে এখানে রাধারানীর একটি অষ্টধাতুর মূর্তিসহ পারিবারিক কুলদেবতা রাধামাধব ও গোপালকে এখানে স্থানান্তর করা হয়, বলা হয় এই গোপালের মূর্তির বয়স প্রায় ১২০০ বছরের পুরোনো। বাড়িটির বিশেষত্ব বাড়ির মাঝের ১৮টি সুউচ্চ স্তম্ভ,যাকে বলে চাঁদনী।একপ্রকার অনুষ্ঠানের মঞ্চই বলতে পারেন।এখানেই এন্টনি ফিরিঙ্গি,ভোলা ময়রা, রূপচাঁদ পক্ষী আসর মাতিয়ে গেছেন নানা অনুষ্ঠানে।দুর্গাপুজো, দোল,রাসযাত্রা,ঝুলন সবই হতো ঠাকুরদালানে।এভাবেই এই বাড়ি বয়ে নিয়ে চলেছে অনেক ইতিহাস,সাক্ষী রয়েছে অনেক ঘটনার।

বাংলা তথা ভারতের প্রথম ও দ্বিতীয় পাটকল, এশিয়ার প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় এবং ভারতের দ্বিতীয় কলেজ, ভারতের প্রথম গ্রন্থাগার এখানেই স্থাপিত হয়। এমনকি শ্রীরামপুর মিশনের প্রতিষ্ঠিত ভারতের প্রথম কাগজকল-ও এই শহরে প্রতিষ্ঠা হয়। শ্রীরামপুরের মাহেশের রথযাত্রা বাংলার প্রাচীনতম এবং ভারতের দ্বিতীয় প্রাচীন রথযাত্রা।প্রাচ্য ও প্রাশ্চাত্যের অভূতপূর্ব মেলবন্ধন দেখা যায় এই শহরের আনাচে কানাচে। আজকে অনেক কলকারখানা বন্ধ হয়ে গেলেও শ্রীরামপুর রেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় বিশাল বাজারে বহু দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ বেচা-কেনা করতে আসে। দুশো বছরের গৌরব নিয়ে শ্রীরামপুর কলেজ আজও তার ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। ভাগীরথীর ধার বরাবর নবকলেবরে সেজে ওঠা ঘাটগুলোয় আজ আগের মত বড় বড় জাহাজ না ভিড়লেও তা শ্রীরামপুরবাসীর গর্বের কারণ। প্রগতির ছোঁয়া লাগলেও শ্রীরামপুরের বুক থেকে ইতিহাসের গন্ধ মোছেনি আজও।

লেখনীতে:
শুভজিৎ বণিক
রাজদ্বীপ ভট্টাচার্য্য
নয়ন শীল
সায়ন বোস

ক্যামেরায়:
সুমন রোজারিও
জ্যোতিপ্রকাশ সর্দার